



অহিংসা পরমো ধর্ম্ম

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ ॥

অহিংসা হল সর্বোচ্চ সত্য এবং পরম ধর্ম্ম ॥

“অহিংসা পরম ধর্ম্ম” — এই মহাজনোক্তি আমরা ছোটকাল হতে শুনতে বড় হয়েছি। আমাদের রক্তমাংস অস্থমিজ্জায় এই বাণী প্রোথিত হয়ে আছে। অধিকাংশ ধর্ম্মগুরুগণ আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই শ্লোকটি সম্পূর্ণ শ্লোক নয়, শাস্ত্রের লেখা সম্পূর্ণ শ্লোকটি নিচি দিচ্ছি:---

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হিংসা তথৈব চ ॥

অর্থাৎ অহিংসা মানুষ জীবনের পরম ধর্ম্ম , এবং ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে হিংসা করা তার চয়েও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ॥

অথবা

অহিংসা পরম ধর্ম কনিতু ধর্মের রক্ষা হতে হিংসা শ্রযে, ধর্ম ॥

অহিংসা পরম ধর্ম স্তথাহিংসা পরো দমঃ।

অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ ॥

অহিংসা পরমা যজ্ঞস্তথাহিংসা পরম ফলম্।

হিংসা পরমং মতির্মহিংসা পরমং সুখম্।

অহিংসা পরমং সত্যমহিংসা পরমং শ্রুতম্ ॥

সর্বযজ্ঞেসু বা দানং সর্বতীর্থসু বাপ্লুতম্।

সর্বদানফলং বাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া ॥

অহিংস্রোস্য তপাহেক্ষ্যমহিংস্রোস্য যজতে সদা।

অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা।।

এতৎ ফলমহিংসয়া ভূষচ্চ কুরুপুণ্ড্গব!।

ন হি শক্যা গুণা বক্তমপি বর্ষশতৈরিপি ॥

[মহাভারত অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় 101, শ্লোকঃ 37-41]

অনুবাদঃ

অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা উত্তম ইন্দ্রিয়দমন, অহিংসা পরম দানের তুল্য এবং অহিংসা পরম তপস্যা ॥ অহিংসা প্রধান যজ্ঞস্বরূপ, অহিংসা উত্তম ফলজনক, অহিংসা পরম বন্ধু-স্বরূপ, অহিংসা উত্তম সুখ উৎপাদন করে। অহিংসা পরম সত্যের তুল্য এবং অহিংসা বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞানের সমান ॥ সমস্ত যজ্ঞে যে দান, সকল তীর্থে যে স্নান কথিবা সকল দানের যে ফল ; এই সমস্তও অহিংসার তুল্য নয় ॥ হিংসাশূন্য মানুষের অক্ষয়, তপস্যা হয়, হিংসারহিত মানুষ সর্বদাই যজ্ঞ করেন এবং হিংসা শূন্য লাকে সমস্ত প্রাণীরই পিতা ও মাতার তুল্য হয়ে থাকে ॥

এই অহিংসার প্রচুর ফল ; অহিংসার সমস্ত গুণ শত বছরেও বল শেষে করা যায় না ॥

.... [মহাভারত অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় 101, শ্লোকঃ 37-41]

অহিংসা পরমো ধর্ম । ধর্ম হিংসা তথৈব চ ॥

কনিতু হিংসা না করা মানুষের প্রকৃত ধর্ম কনিতু ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নেওয়া তার চয়েও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ॥

উক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে অনর্থক হিংসা করা নিষ্প্রয়োজন কনিতু ধর্ম রক্ষার্থে হিংসা করাটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই ধর্মের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে অহিংসা নয়, হিংসাই কর্তব্য।

আমাদের জানা উচিত কোন কোন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা উচিত।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আতায়ী নামক ঘৃণ্য পশুদের বধের কথা বলা হয়েছে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক আতায়ীর সংজ্ঞা কী...??

অগ্নিদীপো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণর্ধনাপহঃ ।

ক্షত্রেদারাপহারী চ ষড়তে হ্যাততায়নিঃ।।(বশিষ্ঠ স্মৃতি:৩/১৬)

অনুবাদ:

1. যবে ঘরে আগুন দিয়ে
2. খাবারে বশি দিয়ে
- 3.. ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করতে উদ্‌যত
4. ধনসম্পদ অপহরণকারী
- 5..ক্షতেখামার অপহরণকারী ও
- 6..ঘরের স্ত্রী অপহরণকারী – এই ছয় প্রকার দুষ্কৃতিকারীকে আততায়ী বলা হয়।

এই আততায়ীদের প্রতি কীরূপ আচরণ করতে হবে সে প্রসঙ্গে মনুসংহিতা বলছে-

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।

আততায়নিমায়াস্তং হন্যাদবোবচারয়ন্।।(৮/৩৫০)

অনুবাদ: সেই আততায়ী যদি গুরু, বালক, বৃদ্ধ, বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ অথবা অশ্রিয় বদ্বিবান্
ব্যক্তিও হয় ,তবুও অগ্রসরমান্ সেই আততায়ীকে তখনই বধ করবে।

তাছাড়া যারা সনাতন ধর্ম পালন করতে দিয়ে না, তাদের প্রতি কীরূপ আচরণ করতে হবে তাও
বলা আছে।

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্ৰাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতঃ।

দ্বিজাতিনাঞ্চ বর্ণানাং বপ্লবঃ কালকারতিঃ।।(৮/৩৪৮)

আত্মনাশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণাঞ্চ সঙ্গরঃ।

স্ত্রীবপিরাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্ম্মণে ঘনন্ ন দুশ্যতি।।(৮/৩৪৯)

অনুবাদ:-

: যখন সাহসকারীরা সনাতন ধর্ম্ম করতে না দিয়ে, তখন ব্রাহ্মণাদিও তনি বর্ণ দুষ্টিদমনের
জন্য অস্ত্রগ্রহণ করবে এবং আত্মরক্ষার্থে ও যজ্ঞীয় দক্ষিণাদি উপদ্রব নিবারণার্থে
কংিবা যুদ্ধ উপস্থিতি হলে স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করবেন।

যখনে বদে জ্ঞান হতইে সকল প্রকার ন্যায়বোধে সৃষ্টিসিখনে সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে
পৃথক করার প্রয়াস করাটাই মূর্খতা।